তারিখ ... 2[illegible] OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
আমাদের সময়

১৯ টাকার বই ১ টাকায়

সরকারি মাল দরিয়ায় ঢালা বন্ধ করুন

বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী তাদের প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই আর্থিক কারণে কিনতে পারত না। শিক্ষার মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটা ছিল অন্তরায়। এ সমস্যার সমাধান করতেই সরকার বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয় ২০০৯ সালে। প্রায় চার কোটি শিক্ষার্থীকে প্রতিবছর বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান বর্তমান সরকারের অনন্য অর্জন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বইয়ের ছাপা খরচ ১৯ টাকা হলেও তা বিক্রি করা হচ্ছে মাত্র ১ টাকায়, এতে কোটি-কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে রাষ্ট্রের। ফলে বহুল প্রচলিত 'সরকারি মাল দরিয়ামে ঢাল' প্রবাদ বাক্যের প্রমাণ পাওয়া যায় আমাদের সরকারি সম্পদ 'বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক' ব্যবস্থাপনায়।

> দরিয়ায় ঢেলে ফেলে দেওয়ার মতো অপকীর্তি যারা করছেন– তাদের পরিচয় উদ্ঘাটন করে শাস্তি নিশ্চিত করা জরুরি। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা নিরূপণ, উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনায় আরও কার্যকর কৌশল নির্ধারণ করতে হবে সরকারকেই

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, একটি বই ছাপাতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) ব্যয় হয় ১৯ টাকা ৮৫ পয়সা। এনসিটিবির মেথড অনুযায়ী, ওজনে হিসাব করলে এক কেজি হয় ৯টি বইয়ে। একশ্রেণির ১৪টি বই দেড় কেজির মতো। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা নিরূপণ, উৎপাদন এবং বিতরণ ব্যবস্থাপনা যথাযথ না থাকায় বছরের পর বছর গুদামঘরেই থেকে যাচ্ছে লাখ-লাখ পাঠ্যপুস্তক। সরকারি বিধান অনুযায়ী গুদামে থাকা উদ্বৃত্ত ও নষ্ট বই প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রির সর্বনিম্ন দর কেজিপ্রতি ১০ টাকা। অর্থাৎ এক সেট বই তৈরিতে সরকারের ব্যয় ২৭৭ টাকা ৯০ পয়সা। নিলামে এর বিক্রয়মূল্য ১৫ টাকা। প্রতিসেটে লগ্নি হয় ২৬২ টাকা ৯০ পয়সা। এক অর্থে দরিয়ায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে। আর এ ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে শিক্ষা প্রশাসন। 'সরকারি মাল দরিয়ামে ঢাল'– এমন সর্বনাশা মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের প্রবাদে সরকারের প্রতি অবজ্ঞা কিংবা ক্ষোভের প্রকাশ ঘটানো হতেই পারে। কিন্তু এটাও মনে রাখা চাই যে, রাষ্ট্রের সম্পদ জনগণের এবং তা অপচয় বা নষ্ট করা অনুচিত। যাদের বলা হচ্ছে জনগণের সেবক, তারাই এই অপকর্মের সঙ্গে জড়িত। তাদেরই অপহেলায় রাষ্ট্রের অর্থ ও জনগণের সম্পদের অপচয় হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিকল্প নেই। সরকারের ভেতরে থেকে কেউ শিক্ষা খাতকে অবহেলা করে এমন অপকীর্তিতে যুক্ত থাকা গুরুতর অপরাধ বলেই আমরা মনে করি।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। আর তাই সরকারের সব সম্পত্তির মালিকও জনগণ। কতিপয় ব্যক্তির অব্যবস্থাপনায় জনগণের সম্পদ নষ্ট হোক– এমনটি কেউই কামনা করেন না। তাই দরিয়ায় ঢেলে ফেলে দেওয়ার মতো অপকীর্তি যারা করছেন– তাদের পরিচয় উদ্ঘাটন করে শাস্তি নিশ্চিত করা জরুরি। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা নিরূপণ, উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনায় আরও কার্যকর কৌশল নির্ধারণ করতে হবে সরকারকেই।